

আবু হাসান শাহরিয়ার-এর কবিতা

সংবিধান তোমাকে চিঠি

প্রিয় সংবিধান,

তোমাকে ছাড়াই আমরা বায়ান্নো, তোমাকে ছাড়াই একান্তর পাড়ি দিয়াছি। অতএব নিজেকে তুমি যেন কখনও অনিবার্য মনে করিও না, যেমন ক্ষমতাবানরা করেন। তোমার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে আশঙ্কায় কিছুদিন আগে যাহারা উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহাদের অপকর্মের ধারাবাহিকতায় হঠাৎ একখানা চকচকে তত্ত্বাবধায়ক সেমিকোলন পড়িয়াছে। এ কারণে অনেকেই আগ্রহী। আমি আগ্রহী নই; কেননা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমি অনেক কমা-সেমিকোলন দেখিয়াছি। [ইতিহাস বলে, দুর্নীতি-দুঃশাসনে মাঝেমধ্যে কমা-সেমিকোলন আসে; দাঁড়ি নৈব নৈব চ।]

পর সমাচার এই যে, ডেঙ্গু ছাড়াও দেশে এখন টক শোর ঞ্চকোপ বাড়িয়াছে। চ্যানেলে-চ্যানেলে সুশীলবচন শুনিয়া আমার ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের একটি পঙ্ক্তির কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে— ‘সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর’। আমার কবিতায়ও আছে— ‘পেটে না পড়িলে দানা পিঠে কার এত বিদ্যা সয়’। [বাংলার সুশীলগণ কবিতা পড়েন না; তাহারা ক্ষমতা পড়েন।]

বোন সংবিধান,

দেশে এখন সম্পদের হিসাব-নিকাশ চলিতেছে। আর সে-কারণেই ‘সুযোগের সমতা’ বিষয়ক তোমার উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদটি ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলব্যাপী এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে :

১৯ (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেতন হইবেন। [ছত্রিশ বছর যায়; কবে হইবেন?]

১৯ (২) মানুষ-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুখম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুখম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। [ছত্রিশ বছর যায়; কবে করিবেন?]

স্নেহের সংবিধান,

তুমি ভূমিষ্ঠ হইবার পর পঁয়ত্রিশ বছর গত হইয়াছে। সম্পদের সুখমবন্টনে রাষ্ট্র মহাশয় কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বরং মানুষ-মানুষে বৈষম্যরচনাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এখন যাহারা বৈধ-অবৈধ সম্পদের হিসাব লইতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহারাও জনগণকে এমন আশ্বাস দেন নাই যে, সম্পদের সুখমবন্টনে রাষ্ট্র মহাশয়কে তাহারা বাধ্য করিবেন [তথাপি ঠিক জায়গায় একটি সেমিকোলন বসাইবার জন্য তাহাদের ধন্যবাদ]।

প্রিয় সংবিধান,

যাহারা বিদায় নিয়াছেন, যাহারা আছেন এবং যাহারা আসিবেন তাহাদের জানাইয়া দাও : তোমার উনিশ অনুচ্ছেদমতে, ফুলবিক্রেতা শিশুটিকে ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রময় ফুটপাতে ফেলিয়া পতাকাশোভিত গাড়ি হাঁকাইবার অধিকার কাহারও নাই এবং রাষ্ট্রের একজন মানুষও যদি উদ্বাস্ত কিংবা অনাহারী থাকেন, বাকি সবাই অবৈধ সম্পদের অধিকারী [আমার ভাড়াবাড়ির কবিজীবন এবং প্রতি মাসে দুটি-চারটি করিয়া কেনা বই-পুস্তকগুলোও বৈধ নয়]।